দৈনিক ইনকিলাব
ইনকিলাব
037
14 APR 1988

সমাজ গঠনে শিক্ষা ও ধর্ম

ডঃ এম, এ, খান মজলিশ

আমাদের মন-মানসিকতার অবক্ষয়ের কারণে আজ সমাজের যে শান্তি নষ্ট হয়েছে তা ফিরিয়ে আনতে হলে অর্থাৎ সবাই একটু সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে তার জন্য যার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হলো সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদেরকে সঠিকভাবে ধর্মের বাণী বুঝানো এবং প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া।

এখন কথা হলো শিক্ষা কি? শিক্ষা হলো প্রকৃতি এবং প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন। অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে চিন্তা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় সেটাই হলো মন। তা হলে অভিজ্ঞতা অর্জনটাই শিক্ষা এবং শিক্ষার উপরই নির্ভর করছে মন-মানসিকতা। কোন একজনের পক্ষেই সব ধরনের শিক্ষা (অভিজ্ঞতা) অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে মানুষের শিক্ষা (জ্ঞান) শুরু হয়েছে এবং এটাই এত বিস্তৃত যে কোন একজনের পক্ষে সব জ্ঞান তার এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ধারণ সম্ভব নয়। কাজেই এক এক জন এক এক লাইনে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তা বর্ধিত করার চেষ্টা করে। যেমন— কেউ পদার্থ বিদ্যায়, কেউ রসায়নে, কেউ চিকিৎসা বিদ্যায়, কেউ ধর্মীয় লাইনে ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন লাইনের লোক ভিন্ন ভিন্ন লাইনের লোকদের সাহায্য করছে জ্ঞানদানে (শিক্ষা কিংবা শিক্ষার ফল)।

সমাজে একে অন্যকে সাহায্য করছে। যেমন একজনের অসুখ হলে ডাক্তারের সাহায্য দরকার তেমনি একজনের বাড়ী করার জন্য সাহায্য করছে ইঞ্জিনিয়ার, রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, রডমিস্ত্রি, শ্রমিক ইত্যাদি। লোকদের শিক্ষা দেয়ার জন্য দরকার হচ্ছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা ইত্যাদি। কাজেই একটি সমাজের বা জাতির জন্য দরকার হলো পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সহ-অবস্থানের মন-মানসিকতা। একাই সব কিছু খাবো এবং সব কিছু ভোগ করবো আর কেউ কিছু পাবে না এই মনোভাবের সংসার, সমাজ এবং জাতি বেশীদিন টিকতে পারে না। এই জন্য দরকার হলো প্রকৃত শিক্ষা— মানুষ কি চায়, পারস্পরিক সহ-অবস্থানের জন্য কি ধরনের মন-মানসিকতার প্রয়োজন, ভাল মন-মানসিকতা না হলে তার কি ফল। সৎভাবে অর্থ উপার্জনের কি ফল, অসৎ অর্থ উপার্জনের কি ফল। এই সব কথা শুধু মুখে বললেই হবে না দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাতে হবে।

এই যে বলা হলো মন-মানসিকতা। মন-মানসিকতার উৎপত্তি হয় কি করে তা একটু পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় যে, মানুষ জন্মায় আত্মা নিয়ে। জন্মের পর থেকেই মানুষ দেখে-শুনে, খেয়ে, গন্ধ শুকে এবং দেহের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে এবং অভিজ্ঞতা মানুষের মস্তিষ্কে জমা হয়। মস্তিষ্ক হলো একটা ভাণ্ডারের মত বা লাইব্রেরীর মত। নতুন অভিজ্ঞতা জমা নির্ভর করে পূর্বের অভিজ্ঞতার উপর। যেমন একজন সরল অংক বুঝবে না যদি তার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা (শিক্ষা) না থাকে। মানুষ জন্মের পর হতে যে পরিস্থিতিতে এবং যে সামাজিক ব্যবস্থায় বড় হতে থাকে যে যেই শিক্ষা (অভিজ্ঞতা) পায় এবং তার মন-মানসিকতা সেই ভাবেই গড়তে থাকে। যেমন যে মুসলমানের ঘরে জন্মায় সে মুসলমান হয়, যে হিন্দুর ঘরে জন্মায় সে হিন্দু হয়। তেমনি ছেলে-মেয়েরা যদি জানে এবং দেখে যে বাপ, মা অসৎ চরিত্রের তা হলে সাধারণতঃ ঐ সব ছেলে-মেয়েরাও অসৎ চরিত্রের হয় যদি তারা না জানতে এবং বুঝতে পারে যে অসৎ চরিত্র যাপনে কি কুফল হয়। কোন ছেলে যদি ছোট কাল হতে দেখে যে তার বাপ তার মাকে মারধোর করে তখন ঐ ছেলের এই ধারণা জন্মায় যে স্ত্রীকে মারধোর করা যায়। তবে অনেকের এই ধারণা বদলায় অন্যান্য সংসারের সংস্পর্শে এসে বা দেখে। ছেলে-মেয়েদের চরিত্র গঠনে বিরাটভাবে প্রভাব বিস্তার করে তার বাপ, মা, বড় ভাই, বোনের চালচলন এবং কি ধরনের শিক্ষা দেয় জীবন গড়া এবং নাগরিক হওয়ার জন্য। অনেক শিক্ষাই (অভিজ্ঞতা) নষ্ট হয়ে যায় যদি ছেলেমেয়েরা দেখে যে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার বাস্তব ঘটনাবলীর সাথে কোন মিল নাই বা বাস্তবে তা ঘটছে না। ছেলে-মেয়েদের মন-মানসিকতা গঠনে আরেকটি ব্যাপার খুব প্রভাব বিস্তার করে তা হলো তারা কোন ধরনের মন-মানসিকতা ভাবাপন্ন বন্ধু-বান্ধবীর সাথে মিশে। ধূমপান, মদ্যপান, হিরোইন, ক্যোকেইন, দৈহিক মিলনের পন্থা শিক্ষা পায় বন্ধু-বান্ধবীর নিকট হতে। এই যে সব বদ অভ্যাসগুলোর কথা বলা হলো এগুলোর সম্বন্ধে অভিভাবকদের ছোট সময়েই বোঝানো উচিত যে এ সব বদ অভ্যাসের কুফল কি। ধর্মীয় পুস্তকে মানুষকে কিভাবে চলতে বলা হয়েছে তাতে সুফল কি আর সেইভাবে না চললে তার কুফলই বা কি।

ধর্ম কি? মানুষের ধর্ম হলো— মানুষের গুণাবলী (চরিত্র) এবং চলার নির্দেশিকা। মানুষ হিসাবে যে সব গুণাবলী থাকা দরকার এবং সৃষ্ট রীতি-নীতি (চলার নির্দেশিকা) না মানা হয় তাহলে শান্তিতে মানুষের সহ-অবস্থান নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। পাশের বাড়ীতে কিংবা পাড়ায় পাড়ায় কিংবা গ্রামে গ্রামে যদি চোর, ডাকাত বা অসৎ চরিত্রের লোক থাকে তবে সেই পাড়ায় বা গ্রামে সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব সবাই অনুভব করে এবং সেই সমাজকে সুষ্ঠু সমাজ বলা চলে না। প্রত্যেক ধর্মেরই মূল কথা পরের উপকার করা এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

এই মূল কথা না মানলে সমাজ ধ্বংসের পথে যেতে বাধ্য। কারণ তখন মানুষের মধ্যে পশুত্ব ভাব দিন দিনই বাড়বে। যেসব সমাজে ধর্মের প্রভাব কমে গেছে সেখানে আজকাল আর কেউ বিয়ে করতে চায় না এবং সেখানে নারীরা লুণ্ঠিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে। আর ঐভাবে সে সব ছেলে-মেয়ে হচ্ছে তারা শুধু পশুর মত নিজের চিন্তাই করে পরের ব্যাপারে তারা মোটেই শ্রদ্ধাশীল নয়। ধর্মের প্রভাব দিন দিন কমছে কিভাবে তা একটু পর্যালোচনা করা দরকার। বর্তমান যুগ হলো বৈজ্ঞানিক। মানুষ যা দেখে বা অনুভব করে তাই বিশ্বাস করতে চায়। কিন্তু মানুষ কিছু কিছু জিনিস আছে তা প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করে যেমন বাপ-মা ডাকা। বাপ-মা'কে যেমন অন্ধভাবে ডাকে তেমনি অনেক লোক আল্লাহ বলে ডাকে সৃষ্টিকর্তাকে। অনেকে আবার আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, যেহেতু তাকে দেখা যায় না। আল্লাহ হলো সৃষ্টিকর্তা। এই সৃষ্টিকর্তা হলো একটি অলৌকিক শক্তি। এই অলৌকিক শক্তিকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা বিভিন্ন নামে ডাকছে। শক্তিকে কোন সময়ই দেখা যায় না, শক্তি তার নিজস্ব গতিতে চলে তবে অনুভব করা যায় এই কথাটুকু সবারই মনে রাখা উচিত। এই অলৌকিক শক্তি বিভিন্ন মহা পুরুষের মাধ্যমে মানুষের কি কি গুণাবলী ও রীতি-নীতি (ধর্ম) থাকা দরকার শিক্ষা দিয়েছে, যাতে মানুষনামের প্রাণী একটু সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে এই নশ্বর পৃথিবীতে। এই ধর্মের বাণীগুলো প্রথম দিকে মানুষ অন্ধের মতই বিশ্বাস করতো কিন্তু পরবর্তীতে মানুষের বিজ্ঞান শিক্ষায় এবং মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এতো বাড়তে থাকে যে ধর্মের বাণীগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা কমতে থাকে এবং এর ফলে আজ সমাজে নানান ধরনের বিশৃংখলা শুরু হয়েছে এবং শান্তি নষ্ট হয়েছে। আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে হচ্ছে— তা হলো যে বা যারা ধর্মের বাণী বুঝান তারা ঠিকমত বুঝতে না পারায় বা না করায় লোকের মনে সন্দেহ জন্মায় এবং এই সন্দেহ লোকদের বাণীগুলোর ব্যাপারে অবি... বুঝাতে হলে ধর্ম পুস্তক... সঠিকভাবে বুঝতে হয়। ... আমাদের জ্ঞানের অভাবে আ... অক্ষম কিংবা অন্যকে ঠিকভাবে বুঝাতে অক্ষম।

ধর্ম পুস্তক পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে— "যখন জমিন কঠিন আলোড়নে আলোড়িত হবে জমিন তাহার আভ্যন্তরীণ বস্তুসমূহ উদগীরণ করবে, মানুষ বলিবে উহার কি হলো? সেদিন তাদের খবরসমূহের বিবরণ দেয়া হবে। যেহেতু, আল্লাহ আদেশ দিবেন, যেদিন মানুষ দলে দলে প্রত্যাবর্তন করবে তাদের কার্যলিপি প্রদর্শিত হওয়ার জন্য। যে বিন্দুমাত্র নেক কাজ করিয়াছে উহা দেখতে পাবে, আর যে বিন্দুমাত্র বদ কাজ করেছে উহাও দেখতে পাবে।"

উপরোক্ত বাণীতে কি বলা হয়েছে দেখা যাক। যেদিন এই পৃথিবী ধ্বংস হবে সেদিন হলো হিসাব-নিকাশের দিন এবং বলা হলো যে এই দুনিয়ায় আমরা যে যা করছি ভাল-মন্দ সবই দেখতে পাবো। সাধারণতঃ আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে আমরা মরণের পর মাটির সাথে মিশে যাব হ্যাঁ তা ঠিক যে আমরা মাটির সাথে মিশে যাব তবে এটাও তো ঠিক যে আত্মা মাটির সাথে মিশছে না। সত্যি বলতে গেলে আমরা মাটি দিয়েই তৈরী হয়েছি। আমাদের কতকগুলো ইলিমেন্ট দিয়ে বানানো হয়েছে যেমন— কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ফসফরাস, লোহা—ইত্যাদি যাহা সবই মাটিতে বিদ্যমান। ইলিমেন্টগুলো প্রথমে মিলে হয় মলিকিউল, মলিকিউল মিলে হয় কম্পাউণ্ড। কম্পাউণ্ড মিলে হয় বিভিন্ন প্রকারের সেল। বিভিন্ন প্রকারের সেল বিভিন্ন প্রকারে সাজালে হয় দেহ। কাজেই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে— "মানুষ তৈরী করা হয়েছে মাটি দিয়ে" এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা যদি কোন বস্তু বানাই কোন কিছু দিয়ে আমরা ইচ্ছা করলে সে বস্তুকে ভাংতে পারি আবার তা জোড়া দিয়ে বানাতেও পারি। ঠিক এ ভাবেই সৃষ্টিকর্তা আদেশ দিবেন মাটিকে যে আমরা যেন কোন একটা বয়সের (যেভাবে পৃথিবীতে) হয়ে যাই তখন ঐ ইলিমেন্টগুলো একত্রিত হয়ে আমরা আবার মানুষের রূপ গ্রহণ করবো। তখন দুনিয়াতে মায়ের পেট হতে পড়ার পর মরণ পর্যন্ত যা করেছি তা সিনেমার মত বা টেলিভিশনের মত দেখতে পাবো। এটা কি করে সম্ভবপর তা বলার চেষ্টা করছি— আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন যে, "ফেরেস্তা সবকিছু লিপিবদ্ধ করছে"। টেলিভিশন, সিনেমা কিংবা ভিসিআর-এ কি করা হয়? একটা ফিতার (ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক টেপ) মধ্যে আমরা যে কথা বলি তাতে বাতাসে যে ঢেউ উঠে সে ঢেউগুলো ধরে রাখা হয় আর আমাদের শরীর হতে যে আলোর ঢেউ উঠে ঐ ঢেউগুলোকেও ধরে রাখা হয়, পরে ঐ আলোর ঢেউ এবং বাতাসের ঢেউগুলোকে দেখি ও শুনি। যে মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মাটি হইতে সে মানুষই আল্লাহর দেয়া জ্ঞান দিয়ে আমাদের কার্যকলাপ যদি দেখাতে পারে তবে আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের দ্বারা সৃষ্ট বাতাসের ঢেউ এবং আলোর ঢেউ দেখাতে পারবেন ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অনুরূপভাবে পবিত্র কোরানের সব বাণীই সত্য। তবে আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য আমরা বুঝতে পারি না বা অন্যকে বুঝাতে পারি না যার জন্য অনেক সময় মনে সন্দেহ থেকে যায়। এই প্রসংগে আরেকটি কথা বলতে হয় যে, "আয়তুল কুরছিতে" বলা আছে যে, তাঁহার (আল্লাহর) অভিপ্রায় ছাড়া তাঁহার অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারের কোন কিছুই কাহারও পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়।